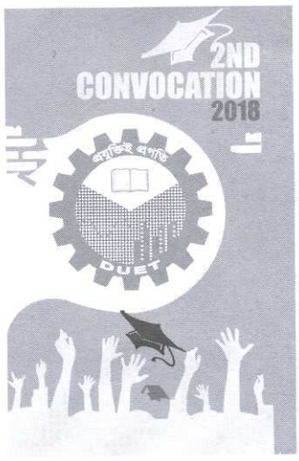

২য় সমাবর্তন

২০ মার্চ ২০১৮

সমাবর্তন বক্তার বক্তৃতা

প্রফেসর আবদুল মান্নান
চেয়ারম্যান
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

আজকের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর জনাব মোঃ আবদুল হামিদ,
ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আলাউদ্দিন,
বিভিন্ন অনুষদের ডিনবৃন্দ,
বিভাগীয় চেয়ারম্যানবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ
এবং আজকের অনুষ্ঠানের মধ্যমণি প্রিয় গ্রাজুয়েটবৃন্দ ও তাদের গর্বিত অভিভাবকগণ সবাইকে আমার নিরন্তর শুভেচ্ছা।

আসসালামু আলাইকুম। শুভ অপরাহ্ন।

মার্চ আমাদের স্বাধীনতার মাস। শুরুতেই আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য ১৯৭১ সালে যে ত্রিশ লক্ষ শহিদ নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। বিনম্র চিত্তে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যিনি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকের বুলেটে সপরিবারে নিহত হয়েছিলেন। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার নেতাকে যাঁদের ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর কারা অভ্যন্তরে নির্মমভাবে হত্য করা হয়েছিল। একই সঙ্গে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সেই আড়াই লক্ষ মা বোনকে যাঁরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দোসরদের হাতে নির্যাতিত হয়েছিলেন।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ,

আজকের এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। স্নাতকদের জন্য আজ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন। এটি আপনাদের স্নাতক পর্যায়ে অধ্যয়নের সফল সমাপ্তির সূচক এবং আপনারা আপনাদের প্রচেষ্টা ও অর্জনের ব্যাপারে গর্বিত হতে পারেন। আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, শিক্ষা হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট সামাজিক বিনিয়োগ যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। এই লক্ষ্যেই বর্তমান সরকার শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে।

প্রিয় স্নাতকবৃন্দ

আমরা বর্তমানে একটি ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বসবাস করছি, যেখানে প্রতিযোগিতা ক্রমান্বয়ে তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বাড়ানো একান্ত প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষা হতে পারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক শক্তি। এ প্রতিযোগিতার অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জ্ঞানের মাত্রা, তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ এবং গবেষণালব্ধ সৃজনশীল প্রতিভা এবং এর সঠিক ব্যবহার। আমাদের শিক্ষার মান যত উন্নত হবে আমাদের অর্থনীতিও ততটাই প্রতিযোগিতা সক্ষম ও ঝুঁকিমুক্ত হবে। সুতরাং আমাদের প্রধান লক্ষ্য হলো বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও সমাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। শিক্ষার আয়োজন কেবল কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড নয়, এটি কোন সামজিক বিলাসও নয়, বরং এটি একটি অস্তিত্ব রক্ষার হাতিয়ার। শিক্ষার সকলক্ষেত্রে উচ্চমান নিশ্চিত করা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হওয়া উচিত। এটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর থেকেই শুরু হওয়া দরকার। কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা পিছিয়ে রয়েছি। আমাদের অর্থনীতি দৃঢ় জ্ঞানভিত্তির ওপর এখনও প্রতিষ্ঠিত নয়। শিক্ষার যথোপযুক্ত উন্নয়নের জন্য আমাদের গবেষকদের মানোন্নয়নের দিকে নজর দিতে হবে। যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের পাশাপাশি তাঁদের নিয়মিত পেশাগত প্রশিক্ষণের কাজে আমাদের বিনিয়োগে মনোযোগী হতে হবে। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

সুধীবৃন্দ

আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, দেশের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ভিশন-২০২১ প্রণয়ন করেছে, যার মূল সুর হলো, দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের বর্তমান সমস্যাগুলোর মোকাবেলা করা। শিক্ষা এ লক্ষ্য অর্জনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাহন হবে, তা বলাই বাহুল্য। এক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার সবিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এই শিক্ষার যথাযথ উন্নয়ন, তার বিকাশ ও ব্যবহার বদলে দিতে পারে সমাজের সার্বিক চিত্র।

প্রিয় সুধীমণ্ডলী

বাংলাদেশসহ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশসমূহের বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকদের জন্য বর্তমানে একটি সংকটকাল চলছে আর সেটি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকা সত্ত্বেও বেকারত্বের অভিশাপের শিকার হওয়া। জাতিসংঘ ও ইকোনমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ৪৭ শতাংশ । বিশ্বে শিক্ষিত বেকারের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ১২তম। অনেকের মতে অনেক দেশে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বেকার তৈরির কারখানা বৈ অন্য কিছু নয়। অথচ সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে প্রযুক্তি ও কর্মকৌশল শিক্ষার সংমিশ্রণ ঘটানো সম্ভব হলে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হতো না। এখানে একটু সামান্য করে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কথা বলতে চাই।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কথা বলার কারণ এটি এই মুহূর্তে আমাদের দরজায় কড়া নাড়ছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির পিঠে চড়েই এই সময়ে শুরু হয়েছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যার মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং চরম প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকার জন্য স্বল্প ব্যয়ে দ্রুততম সময়ে পণ্য ও সেবা উৎপাদন ও তা বণ্টন। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব জ্ঞাননির্ভর বিশ্ব গড়ার বাস্তবতাকে অনিবার্য করে তুলেছে। বলাবাহুল্য এই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবই আমাদের আগামী দিনের গন্তব্য নির্ধারণ করবে আর এই বিপ্লবের প্রধান চালিকাশক্তি হচ্ছে মেধা, উদ্ভাবনী ক্ষমতা আর দূরদর্শীতা। আর এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যৎ নির্ধারকের মালিক হচ্ছে মানুষ এবং এই বিষয়গুলোকে ধারণ করতে হলে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই তিনটি নিয়ামককেই প্রতিনিয়ত শাণিত করতে হবে। মেনে নিতে হবে পরিবর্তনশীল বাস্তবতাকে।

অন্যের মেধার সঙ্গে নিজের মেধাকে যোগ ক্রে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তির মেধাকে সমষ্টির মেধায় রূপান্তর করতে হবে। নূতন প্রজন্মকে শুধু জ্ঞান আহরণ করলেই হবে না, শিখতে হয় কীভাবে সেই কলাকৌশল রপ্ত করতে হবে। মেনে নিতে হবে আজকের মেধা বা জ্ঞান, কাল তামাদি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনার কথা। সমাজবিজ্ঞানীরা ধ্বংসাত্মক উদ্ভাবন (Destructive Innovation) নামক একটি তত্ত্বের জন্ম দিয়েছেন। এটির মূল কথা হচ্ছে একটি উদ্ভাবন আর একটির মৃত্যুর কারণ হচ্ছে। আবির্ভাব হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা মেধার (Artificial Intelligence)। এই অবস্থায় টিকে থাকতে হলে সমাজ আর রাষ্ট্রকে কর্ম বা চাকরি নয় মানুষকে নিরাপত্তা দিতে হবে। এই নিরাপত্তা ব্যক্তি বা দৈহিক নিরাপত্তা নয়। এটি হবে মেধা আর কর্মদক্ষতার নিরাপত্তা যা একমাত্র সম্ভব যুগোপযোগী শিক্ষা আর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। আর এই দুটিকেই বিরামহীনভাবে সময়ের দাবির প্রতি লক্ষ্য রেখে পরিবর্তন করতে হবে। নিকট ভবিষ্যতের বিশ্ব অবাক করার মতো বিষয়ের জন্ম দেবে যার প্রধান উদ্দেশ্য হবে পুঁজির স্বার্থ রক্ষা করা। পুঁজির স্বার্থ রক্ষা করার অর্থ হচ্ছে দ্রুততম সময়ে লগ্নিকৃত পুঁজির কয়েকগুণ লাভ লগ্নিকারীর হাতে ফিরিয়ে আনা। এটি এখন বাস্তব যে পুঁজি বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করবে। প্রাইস ওয়াটার হাইজ (PwC) এক গবেষণা প্রবন্ধে উল্লেখ করেছে ২০৩০ সাল নাগাদ বিশ্বের অনেক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান তাদের শ্রমিকদের কাছ হতে বাড়তি উৎপাদন পাওয়ার জন্য মাদকের ব্যবহার করবে এবং তাতে এইসব প্রতিষ্ঠান তাদের লভ্যাংশ ২৪% পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে। ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ড্রামহ্যাম নামের একটি গিফট কোম্পানি তাদের কর্মচারীদের ওষুধ সেবনের মাধ্যমে তিন মাসে তাদের উৎপাদন ক্ষমতা চার গুণ বৃদ্ধি করেছে।

এখন বাংলাদেশের আগামী দিনের একটি চিত্র চিত্রায়নের চেষ্টা করি। ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত বেকারের কথা আগেই বলেছি। এর সঙ্গে প্রতিবছর কুড়ি লক্ষ কর্মক্ষম মানুষ শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে। এর পাশাপাশি বাংলাদেশে সরকারি হিসাবে ছয় লক্ষ বিদেশি বাংলাদেশে কাজ করে বছরে ছয় বিলিয়ন ডলার বা পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা তাদের দেশে প্রেরণ করছে। তৈরি পোশাক শিল্পের অন্তত দশটি খাতে বিপুল সংখ্যক বিদেশি কর্মরত রয়েছে।

যে সকল ক্ষেত্রে বিদেশিদের আধিক্য দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে তৈরি পোশাক, টেক্সটাইলস, ওষুধ, বিদ্যুৎ, তথ্যপ্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো ও পরামর্শ সেবা। বাংলাদেশ ভারতের জন্য দ্বিতীয় বৃহৎ অর্থ প্রেরণকারী (Remitting country) দেশ। ভারত ছাড়াও এই বিদেশিদের মধ্যে আছে চীন, শ্রীলংকা, পাকিস্তান, কোরিয়া, নাইজেরিয়া, হন্ডুরাস, নেপাল প্রভৃতি দেশ। তৈরি পোশাক শিল্পে অধিকাংশ মধ্যম পর্যায়ের ব্যবস্থাপক বিদেশি। অন্যদিকে বিদেশে কর্মরত আমাদের প্রায় এক কোটি শ্রমিক ২০১৭ সালে পনের বিলিয়ন ডলার দেশে পাঠিয়েছে।

আর ফিলিপিন্স-এর ত্রিশ লক্ষ শ্রমিক বিদেশ হতে বছরে নব্বই বিলিয়ন ডলার দেশে পাঠায়। এমন পরিস্থিতিতে কীভাবে আমরা পৌঁছালাম তা নিয়ে চিন্তা করার এখনই সময়। প্রথম কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা কর্মমুখী নয়। এদেশের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য এমন প্রতিযোগিতা অন্য কোন দেশে তেমন একটা দেখা যায় না। এদেশের তরুণ ও অভিভাবকদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়

হতে একটি সনদের কদর অনেক বেশি। সেই সনদের পিছনে যে শিক্ষাটা আছে তা অনেকাংশে গৌণ। কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত একজন তরুণের চাহিদা বিশ্বব্যাপী। কিন্তু এই দেশে এই শিক্ষার প্রতি কিছুদিন আগে পর্যন্ত তেমন একটা আগ্রহ দেখা যায় নি। সরকারের বিভিন্ন নীতির ফলে পরিস্থিতি কিছুটা বদলেছে। দশ বছর আগে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করাদের মাঝ হতে মাত্র এক শতাংশ কারিগরি শিক্ষায় ভর্তি হতো। বর্তমানে তা চৌদ্দ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ২০২০ সাল নাগাদ এই সংখ্যা ২০ শতাংশে উন্নীত হওয়ার কথা। বর্ণিত বাস্তবতা পর্যালোচনা করলে এটি বুঝতে অসুবিধা হয় না যে বাংলাদেশে বিশাল তরুণ প্রজন্মকে প্রকৃত অর্থে জনসম্পদে রূপান্তর করতে না পারলে আমরা যে ২০২১ সাল নাগাদ মধ্যম আয়ের অথবা ২০৪১ সালে উচ্চ আয়ের দেশ হওয়ার স্বপ্ন দেখছি তা অধরা রয়ে যাবে। এটি করার জন্য এই বিশাল তরুণ জনশক্তিকে আমাদের প্রকৃত সম্পদ হিসেবে দেখতে হবে এবং তাদের যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যুগোপযোগী শিক্ষা আর দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। আর এই তরুণদের মনে রাখতে হবে আজকের শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ কাল কোন কাজে নাও আসতে পারে। তা যাতে না হয় শিক্ষা আর প্রশিক্ষণকে স্বীয় উদ্যোগে নিয়মিত শাণিত করতে হবে। সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে মনে রাখতে হবে যন্ত্র সব সময় মানুষের বিকল্প নয়। যন্ত্র মানুষ সৃষ্টি করে নি মানুষই যন্ত্র সৃষ্টি করেছে। সুতরাং যন্ত্রের পিছনের মানুষের সঠিক পরিচর্যা না করলে তা তাদের জন্যই ক্ষতি।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ

ডুয়েট একটি নূতন প্রজন্মের প্রকৌশল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় যা এই প্রজন্মের তরুণদের মেধা বিকাশের সুযোগ করে দেয়। আমার বিশ্বাস এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকরা সকলে চাকরির পিছনে না ছুটে তাদের অনেকেই উদ্যোক্তা হয়ে নিজে অন্যের চাকরির ব্যবস্থা করবে। উদ্যোক্তা তৈরি না হলে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

সুধীবৃন্দ

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অভিভাবক প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষকবৃন্দের প্রয়োজন ও দাবির বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন সম্পূর্ণ সচেতন। এ ব্যাপারে সরকারও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শিক্ষকদের অর্থনৈতিক ও পেশাগত সুযোগ-সুবিধা এবং যথোচিত মর্যাদা নিশ্চিত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন সর্বদা সচেষ্ট আছে।

সম্মানিত উপস্থিতি

যে মহান আদর্শের ভিত্তিতে আমাদের দেশের আপামার জনগণের ব্যাপক আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে এ রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে, তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে শহিদদের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করা আমাদের প্রতিটি নাগরিকের পবিত্র কর্তব্য। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সে লক্ষ্য অর্জনে সাহসী ও নিশ্চিত পদক্ষেপ গ্রহণে আমরা সফলকাম হবো।

প্রিয় গ্রাজুয়েটবৃন্দ

আপনাদের অগ্রযাত্রা শুভ ও সফল হোক। আপনাদের জীবন সার্থক হোক। কখনও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হবেন না। দেশ ও জনগণের জন্য কাজ করে যাবেন এবং তখনই সার্থক হবে আপনাদের অর্জিত শিক্ষা। ধৈর্য্য ধরে আমার বক্তব্য শোনার জন্য আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। সকলের মঙ্গল ও উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ,
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক